তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

(ক) তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

প্রেক্ষাপট

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং চাষীদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলা চাষ প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এরপর ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পন্যের চেয়ে ভাল হওয়ায় চাষিদের তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, এর সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

লক্ষ্য

২০১৫-১৬ মৌসুমে ৪২৮০০ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৫৩,২৮০ বেল আশঁতুলা উৎপাদন হয়েছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ ১ লক্ষ হে. জমিতে তুলা চাষ করে ৫-৬ লক্ষ বেল আশঁতুলা উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধি Bt Cotton চাষের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প মেয়াদী তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও জাত হিসেবে অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন- বরেন্দ্রসহ খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ী এলাকায় তুলা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

- তুলা চাষীদের সংগঠিত করে তুলা চাষে ব্যাপৃতি সাধন এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ , উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তুলা চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- চাষীদের উৎপন্ন বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান ;
- বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচীর সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবিচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন।

কার্যাবলী

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশ বান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক, উপযোগী এবং প্রায়গিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরী রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
- তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তুলাচাষীদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারীভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

(খ) তুলা উন্নয়ন বোর্ড জনবল কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি

জনবল (Manpower):

তুলা উন্নয়ন বোর্ডে বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৮৮০টি। এর মধ্যে (জুন/২০১৬) কর্মরত পদের সংখ্যা ৬৪০টি এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ২৪০টি।

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্য পদ
১ম শ্রেণী	১১৫	৫৯	৫৬
২য় শ্রেণী	১৭	১৩	০৪
৩য় শ্রেণী	৫২০	৩৭৭	১৪৩
৪র্থ শ্রেণী	২২৮	১৯১	৩৭
মোট	৮৮০	৬৪০	২৪০

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা, ইন হাউজ প্রশিক্ষণঃ

তুলাচাষি ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণকর্মী/কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খামারসমূহে ৩৩০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি, ৩০ জন মাঠকর্মী এবং ৪০ জন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইউনিট পর্যায়ে ১৩৬২০ জন সাধারণ তুলাচাষীকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া, ২৭৭টি মাঠ দিবস/চাষি সমাবেশ এর মাধ্যমে মোট ৯৪০০ জন চাষিকে উদ্বুদ্ধকরণ/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/প্রাইভেট জিনার/বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ২টি রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ৩৫০ জন তুলাচাষি/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/প্রাইভেট জিনার/বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৫টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ব্যাতিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তুলা চাষের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ২২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ/বিদেশ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ১ জন কর্মকর্তা এমএস কোর্স সম্পন্ন এবং ২ জন কর্মকর্তা এমএস কোর্স এবং ২জন কর্মকর্তা পিএইচডি অধ্যয়ন করছেন।

(ঘ) গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ ঃ

তুলা উন্নয়ন বোর্ড দেশে তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত।

গবেষণা কার্যক্রম

বিগত ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ৩৪টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া, ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৩টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ী এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ৮.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ১১.৯৬ টন মৌলবীজ এবং ৫৭.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ১০৫.৭৬ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষিদের মাধ্যমে ৩৪৪ হেঃ জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ১০৪.২৮ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০১৫-১৬ মৌসুমে বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত ২০ টন সমভূমির তুলার বীজ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ী জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০১৫-১৬ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪২৮০০ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৫৩,২৮০ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০১৫-১৬ মৌসুমে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ২০৫৯ টি প্রদর্শনী, ২৭৭.৫ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনী এবং ১৭২টি পার্টিসিপেটরী রিসার্চ প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড মূলতঃ বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণমানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১২৫.২৩৫ টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে উন্নতমানের ১৪৪.৯৩২ মেট্রিক টন বীজতুলা ক্রয় করা হয়। তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত (১১৪.৮৩৩ টন) এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত সর্বমোট ৩৮৫ টন বীজতুলা জিনিং করা হয়। বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত ৩০ টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

তুলাচাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলী ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাচাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১১৩.৫০ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ৮৭.০০ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঙ) সর্বমোট প্রকল্প ও কর্মসূচির সংখ্যা, বরাদ্দ, মোট ব্যয় অগ্রগতির হার

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডে ২টি প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। নিম্নে প্রকল্প ও কমূসূচিসমূহের তথ্যাদি ছক আকারে দেয়া হলো-

ক্র. নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও মেয়াদকাল	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থবছরে অগ্রগতির হার	মন্তব্য
প্রকল্পসমূহ							
১.	তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	১৬৪২.৫৮	৩৪৯.০০	৩৪৭.১৬	৯৯.৪৭%	
২.	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১)	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮	১০৫০০.০০	১৮৭৭.০০	১৮৬৬.১৫	৯৯.৪২%	
	মোট		**১২১৪২.৫৮**	**২২২৬.০০**	**২২১৩.৩১**	**৯৯.৪৩%**	
কর্মসূচিসমূহ							
১.	বরেন্দ্র এলাকায় শস্য বহুমূখীকরণে তুলা চাষ সম্প্রসারণ	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	২১৮.৮০	৭২.৯৪	৭২.৮০৯৯৪	৯৯.৮২%	
২.	বিটি কটনের জিন সনাক্তকরণ ও কার্যকারিতা নির্ধারণের গবেষণা কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭	৬৭৬.১৩	৪৩৬.৮১	৪৩২.৯৬৭৪৮	৯৯.১২%	
	মোট		**৮৯৪.৯৩**	**৫০৯.৭৫**	**৫০৫.৭৭৭৪২**	**৯৯.২২%**	

(চ) অন্য কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় থাকলে তার বর্ণনাঃ

তুলার আশেঁর গুণগত মান বৃদ্ধি ও চাষীদের উচ্চ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানী ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সংগে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তুলার উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত অপরিশোধিত তৈল হতে ভোজ্য তৈল তৈরী করার লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে রিফাইনারী মিল চালু করা হয়েছে। উৎপাদিত ভোজ্য তৈল বিএসটিআই হতে বানিজ্যিকভাবে বাজারজাতকরণের অনুমোদনের লক্ষ্যে রিফাইনারদের সহযোগীতা করা হচ্ছে।

(ছ) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ছবি

১। সিবি হাইব্রিড-১ নামে একটি উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পাহাড়ী এলাকায় চাষের লক্ষ্যে পাহাড়ি তুলা-৩ নামে তুলার একটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

চিত্রঃ সিবি হাইব্রিড-১

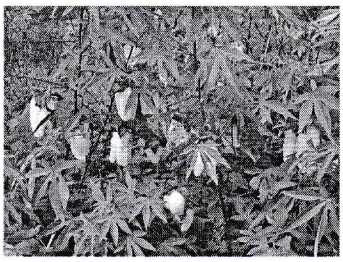
চিত্র ঃ পাহাড়ী তুলা-৩

২। ম্যাপিকুয়েটক্লোরাইড নামক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন ব্যবহারের মাধ্যমে তুলা গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে গাছকে খাটো রেখে ফুলকুঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্যগাথা (ছবিসহ)

১। চীন হতে Bt Cotton Seed এনে Contained trial এর জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রীন হাউজে বীজ বোপন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের Mahyco- Company হতে Bt Cotton Seed এর Contained Trial এর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২। তুলা একটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী জাতের তুলা চাষ করা গেলে অত্র অঞ্চলে তুলা চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে। সে লক্ষ্যে অত্র অঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২টি নতুন ইউনিট অফিস স্থাপনসহ আমন ধান কাটার পর রবি মৌসুমে ৫৯টি প্রদর্শণী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে।

৩। তুলার গুণগত মান নির্ণয় করার জন্য HVI মেশিন এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য ১৩০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। মোটর সাইকেল মাঠ পর্যায়ে বিতরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪। তুলার বীজ হতে ভোজ্য তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে তেল রিফাইনারী মেশিন স্থাপনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড বেসরকারি জিনিং মালিকগণকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বেসরকারি উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় তেল রিফাইনারী মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে তুলার বীজ হতে ৬৫০ মে.টন ভোজ্য তৈল উৎপাদন করা হয়েছে।

৫। স্বল্পমেয়াদী ও উচ্চফলণশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের তুলা গবেষনা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্থান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি ও চীন হতে ২টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন করেছে।

৭। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

৮। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালী ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ী তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে ধান চাষ করা হচ্ছে;

৯। তুলা একটি খরা সহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচ এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরা প্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

১০। সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) প্রকল্পের আওতায় তুলা চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে।

(ঝ) উপসংহার ও সফলতার ছবি

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে।

চিত্রঃ তুলার জমি থেকে বীজতুলা সংগ্রহ

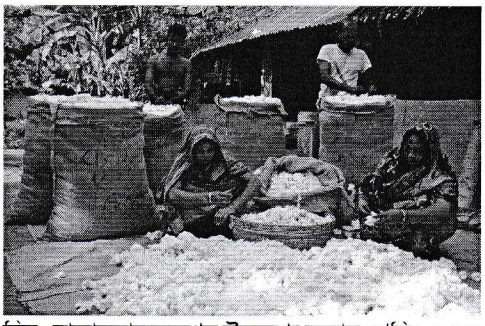

চিত্রঃ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে তুলার গ্রেডিং ও সংরক্ষণ

বাংলাদেশে সরকারী ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (২% হারে) তুলা চাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিধির দ্রুত সমাধান, অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন, রিভিজিট এর মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় চাহিদার ১০-১৫% মেটানো সম্ভব, যার মাধ্যমে সরকারের ১২০০-১৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে প্রতি বছর।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন

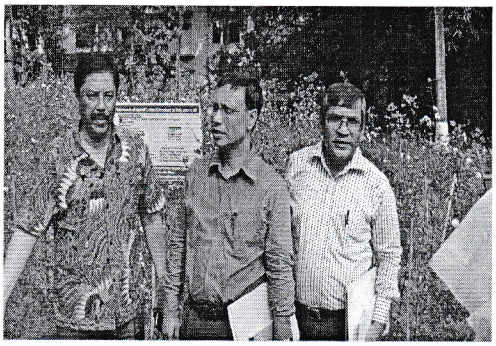

চিত্রঃ পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রলণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পাহাড়ী এলাকার তুলা জমি পরিদর্শন

চিত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মহোদয়ের তুলার জমি পরিদর্শন

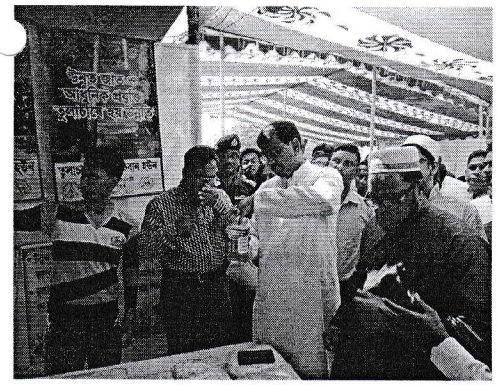

চিত্রঃ কুষ্টিয়ার কৃষি প্রযুক্তি মেলায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মাহবুবুল আলম হানিফ

চিত্র ঃ বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মহোদয়ের অংশগ্রহণ

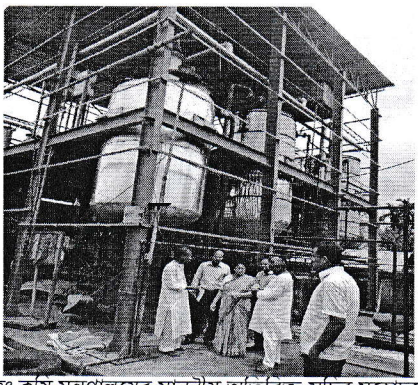

চিত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কুষ্টিয়ায় তুলার তেলের রিফাইনারী মেশিন পরিদর্শন।

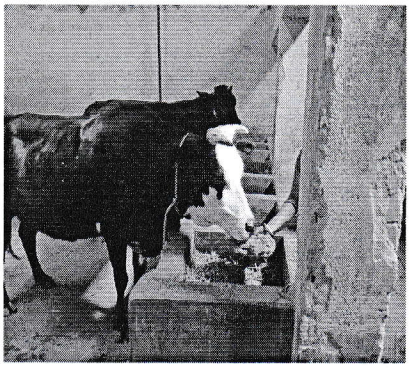

চিত্র : তুলার খৈল

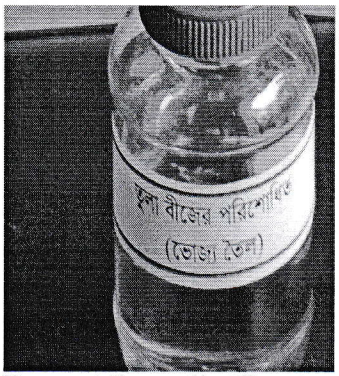

চিত্র : তুলা বীজের পরিশোধিত ভাজ্য তেল